গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে দু ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড

মেহেরপুরর গাংনীতে বাজারমুল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন। চাউলের মুল্যবৃদ্ধি, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার সংরক্ষণ করার অপরাধে রবিবার বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

অভিযানে উপজেলার হেমায়েতপুর বাজারে চাল ব্যাবসায়ীসহ দু’টি দোকান মলিককে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা করে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের আইনে দন্ডিতরা হলো- হেমায়েতপুর বাজারের টিটু স্টোরের মালিক চাউল ব্যাবসায়ী রাজিবুল হক এবং ভাই ভাই স্টোরের মালিক হামিদুল ইসলাম।

এসময় এক হোটেল ব্যবসায়ীকে নোংরা পরিবেশে খাবার না রাখার হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। একই সাথে উক্ত বাজারের সকল চায়ের দোকানে টিভি না রাখা এবং জন জমায়েত সৃষ্টি না করার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি হলে প্রশাসনকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

এমন অভিযোগ পেলে তাৎক্ষনিক ব্যাবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছেন নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

গাংনীতে দইু মাদকসেবীর কারাদন্ড

গাংনীতে দুই মাদক সেবনকারীর তিন মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের বদর উদ্দীনের ছেলে মরজেম আলী (৬০) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে লাভলু হোসেন (৪০)।

সুত্র জানায়, মরজেম আলী ও লাভলু হোসেন গাঁজা সেবন করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাহজামাল খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের আটক করে।

তাদের দেহ তল্লাশী করে দুজনের কাছ থেকে ৩০ গ্রাম গাজা উদ্ধার করের তারা।

পরে ঘটনা স্থলে আদালত বসিয়ে তাদের দন্ডাদেশ দিয়ে আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা অভিযান ও লবন বিতরণ

করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক এর উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও তার সাথে সাথে চায়ের দোকান মালিকদের মাঝে লবণ বিতরণ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের প্রায় সবগুলো দোকান এবং জনগণের মাঝে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি চা দোকানিদেরকে ফ্রিতে লবণ বিতরণকালে বলেন, করোনা ভাইরাস এর সময় যদি খরিদ্দারদের চা দেওয়ার আগে গরম পানির সাথে লবণ দিয়ে গড়গড়া করালে করোনা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহসান

উল্লাহ মহন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

গাংনীতে প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে অভিযান

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রবাস ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে তাদের বাড়িতে গিয়ে সচেতনতামুলক অভিযান চালিয়েছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান করোনা ভাইরাস রোগী চিহ্নিত ও এর বিস্তার এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পৌরসভার মালসাদহ গ্রামে এবং বামুন্দির নিশিপুর স্কুলপাড়ায় জরুরী অভিযান চালান। তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলমসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, এ ভাইরাস থেকে মুক্তি ও জনগনকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন পালনের সরকারী নির্দেশ রয়েছে। তারপরও অনেকে ১৪ দিনের এ হোম কোয়ারেন্টাইন পালন করছেন না। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা প্রশাসন মাঠে নেমেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করছেন এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়। যে কোন সমস্যার কথা জানাতে হটলাইন নাম্বার দেয়া হয়েছে যাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে সকল শ্রেনীপেশার মানুষ।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে গ্রাম পুলিশের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে কাজল আহমেদ (২৫) নামের এক গ্রাম পুলিশ আত্মহত্যা করেছে। বুধবার দুপুর ২ টায় উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পলাশীপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে গলায় রশি বেঁধে আত্মহত্যা করে সে।

কাজল কাজল আহমেদ পলাশীপাড়া গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে সে ২ নং তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম পুলিশ হিসেবে কর্মরত ছিলো।

তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো: জয়নুদ্দিন ও স্থানীয়রা জানায় পারিবারিক বিরোধের কারণে কাজল হোসেন কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না করতে পেরে আত্মহত্যা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবায়দুর রহমান জানান ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে নির্মানাধীন ভবন ভাঙ্গার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে নির্মানাধীন দুটি পাকা ঘরের আংশিক ভাঙ্গার অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার দুপুরে গাংনী থানাপাড়া ও পৌরসভা সংলগ্ন দুটি নির্মানাধীন ভবনের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেন তিনি। এ ঘটনায় ভবনের মালিক সহ কয়েকজন কাউন্সিলর ও পৌর মেয়র পাল্টা পাল্টি অভিযোগ করেন।

গাংনী থানাপাড়ার ঘর মালিক পাকুড়িয়া গ্রামের ইমাদুল ইসলাম ও পৌরসভা সংলগ্ন গোপালনগর গ্রামের গোলাম হোসেনের মেয়ে মিতা খাতুন জানান, বিধি মোতাবেক পৌরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়ার পরও মেয়রের দাবিকৃত টাকা না দেওয়ার কারনে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

এসময় নির্মান শ্রমিকদের গুলি করে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তারা।

৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মেয়র নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করেই গায়ের জোরে ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে গুলি করে মারার হুমকি দিচ্ছে।
৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নবীর উদ্দীন বলেন, মেয়র আশরাফুল ইসলাম গোপনে নির্মানাধীন ঘর মালিকের কাছে টাকা চাইছে টাকা না দিলে ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে।

এভাবে অত্যাচার করলে ভবন মালিক ও জনগর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ক্ষতিগ্রস্থরা মামলা করতে চাইলে তাদের সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দেন কাউন্সিলর গণ।

৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বদরুল আলম, ভবন নির্মান সহ যে কোন সমস্যা থাকতে পারে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সেটা সমাধান না করে মেয়র বন্দুকের নল দিয়ে সব কিছু করতে চাই।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, নকশা বা ডিজাইন মোতাবেক কাজ না করার কারনে দুটি ঘরের কিছু অংশ ভাঙ্গা হয়েছে।

ইতোপূর্বে বারবার বিল্ডিং কোড মেনে ঘর নির্মানের বিষয়ে অবগত করা হলেও তারা কর্নপাত করেনি। কতিপয় কাউন্সিলরের যোগ সাজসে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

মেহেরপুরে অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ

মেহেরপুর জেলার অর্ধশতাধিক অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। ১৫ দিনের আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর অবৈধ যানবাহন তৈরি কারখানা চলমান রাখা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে সড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে অবৈধযান বন্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ, থানা ও পুলিশ ক্যাম্প গুলোকে এ অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে জেলার বেশ কিছু তালিকা ভুক্ত অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে মালিকদের ১৫ দিনের সময় দেয়া হয়েছিলো। সে সময় পার হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে এসব অবৈধ যানবাহন তৈরি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপাশাপাশি কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধের ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবৈধ যান বন্ধে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্থানীয়দের দাবি, জেলায় অর্ধশতাধিকেরও বেশি অবৈধ নসিমন-করিমন তৈরির কারখানা আছে। গত কয়েক যুগ ধরে এসব কারখানায় অবৈধ ফিনটেস বিহীন যানবাহন তৈরি করছিল মালিকরা। সড়ক মহাসড়কে এসব অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধ করা গেলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে। অবৈধ যানবাহন তৈরি করে অনেকেই কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন।

এদিকে নসিমন করিমন ও অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধের উদ্যোগ নেয়ায় জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাস, ট্রাক মালিক, ড্রাইভার পথচারী সহ বিভিন্ন মহল।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রী রিমা খাতুনকে অপহরণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে স্কুল থেকে দশম শ্রেনীর ছাত্রী রিমা খাতুনকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার।

রবিবার সকাল ১০ টায় স্কুলে আসার পর তাকে তুলে অপহরণ করা হয়। রিমা খাতুন বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র ও নওদামটমুড়া গ্রামের বিল্লাল হোসেনের মেয়ে।

রিমার পিতা বিল্লার হোসেন জানান, প্রতিদিনের ন্যায় রিমা স্কুলে আসে। স্কুলে আসার পর বামুন্দী হঠাৎ পাড়ার জাহেদ আলীর ছেলে ও বামুন্দী বাজারের রাজু ট্রেডার্সের কর্মচারী নাজমুল তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল ইসলাম মারফত এ ঘটনা জানতে পারি। তিনি আরো বলেন, নাজমুল ১ সন্তানে জনক সে রিমাকে বেশকিছুদিন যাবৎ উত্যাক্ত করে আসছিলো। এ বিষয়টি স্কুলে ও রাজু ট্রের্ডাসের মালিককে জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারনে রিমাকে অপহরণ করা হয়েছে।

রাজু ট্রের্ডাসের মালিক জানান, নাজমুলকে রিমার বিষয়ে সতর্ক করার পাশাপাশি বকাঝকা করা হয়েছে। একারনে সে গত ৪ দিন যাবৎ দোকানে আসেনি।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল ইসলাম জানান, স্কুল চলাকালীর সময়ে নাজমুলের সাথে মোবাইল ফোনে তার কথা হয়েছে কথাবার্তায় ধারনা করা হচ্ছে নাজমুল রিমাকে নিয়ে গেছে।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম জানান, রিমাকে স্কুল থেকে অপহরণ করা হয়নী। স্কুলে আসার পথে তাকে প্রেম ঘটিত বিষয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে খবর পাওয়ার পর পুলিশ রিমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। অপহরণ নাকি প্রেম ঘটিত বিষয় এটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে রিমার পরিবার এখনও লিখিত অভিযোগ করেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, এ ঘটনা জানার পরপরই র্যাব ও পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া রিমাকে উদ্ধার ও তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

গাংনীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্তরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশ নেন সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদ হোসেন সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গোটা উপজেলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্তার কার্যক্রম চলছে।

গাংনীতে বেশি দরে মাস্ক বিক্রি

দোকানীর জরিমানা

করোনা ভাইরাস আতংকে বেশি দামে মাস্ক বিক্রির অপরাধে মেহেরপুরের গাংনী বাজারের মেডিসিন গ্যালারী মালিক হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বেশি দরে মাস্ক বিক্রি করায় আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রাহমান এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, ১০ টাকা মূল্যের মাস্ক ৫০ টাকা ও তার উপরে বিক্রি করছে এমন অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সতত্যা পাওয়া গেলে ভোক্তা অধিকার আইনে হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। কেউ যদি বেশি দামে মাস্ক বিক্রি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা ডা. রিয়াজুল আলম বলেছেন সকলকে মাস্ক ব্যাবহারের কোন প্রয়োজন নেই। আক্রান্ত ব্যাক্তি সনাক্ত হলে তার জন্য মাস্ক ব্যাবহার প্রয়োজন। হুজুগে পড়ে মানুষ মাস্কের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।